হাতের কাজ ঃ

৭। শিল্পকলা অন্বেষণ -

শিল্পকলা কল্পনা ও সৃজনশীলতার বহি:প্রকাশ। "শিল্পকলা" কলার এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের জাতি, ধর্ম, বর্ণ,ভাষা নির্বিশেষে সকলের সাথে ভাবের আদান প্রদান সম্ভব।

ক) সাংস্কৃতিক - গান, নাচ, বাদ্যযন্ত্র ও আবৃত্তি।
খ) ফটোগ্রাফি।
গ) চিত্রাংকন।
ঘ) বিভিন্ন উৎসবে কার্ড তৈরী- জন্মদিন, নববর্ষ, ঈদ ইত্যাদি।
ঙ) মেহেদী পড়া, আলপনা আঁকা।

৮। বাসস্থান সম্পর্কে সচেতনতা -

গৃহকে সুসজ্জিত ও বাসোপযোগী করে তোলার জন্য বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে আভ্যন্তরীন সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা রকমের গেরোর ব্যবহার করে গৃহকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। নিম্নে উল্লেখিত গেরোগুলো জানা ও কোথায় কখন এর প্রয়োগ হবে সে সম্পর্কে রুচিসম্মত জ্ঞান থাকা আব্যশক।

ক) টিম্বারহিচ, স্কয়ার ল্যাসিং, বোলিন, শিপ স্যাঙ্ক, রাউন্ড টার্ণ এন্ড টু হাফ হীচেস, প্যাকার্স বা পার্সেল নট্, স্লেক ল্যাসিং।
খ) ছাদ/বারান্দা বাগান
গ) সূচী শিল্প
ঘ) বুনন
ঙ) ফেলনা থেকে খেলনা তৈরী
চ) অরিগামি

নীল বার

(সংশ্লিষ্ট বার অর্জনের ক্ষেত্রে ৮ দফা কর্মসূচি অনুশীলনের মাধ্যমে নৈপুণ্য সূচক ব্যাজের বই/ সিলেবাস অনুযায়ী কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।)

এ্যাওয়ার্ড

- শের-ই-বাংলা গাইড এ্যাওয়ার্ড
- জাতীয় কমিশনার গাইড এ্যাওয়ার্ড
- সাক্ষরতা এ্যাওয়ার্ড
- রোকেয়া এ্যাওয়ার্ড

জাতীয় কমিশনার গাইড এ্যাওয়ার্ড

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

জাতীয় কার্যালয়, গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৪৮৩১৫৫০১, ৪৮৩১৫৫৯২
ই-মেইল : bgguidesho@gmail.com, website : www.girlguides.portal.govt.bd

প্রকাশ কাল : ডিসেম্বর-২০১৯

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

গাইড প্রতিজ্ঞা ঃ

আমি আমার আত্ম সম্মানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,

ক) আমি যথাসাধ্য স্রষ্টা ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করিব।
খ) সর্বদা পরের উপকার করিব।
গ) গাইডের নিয়মাবলী মানিয়া চলিব।

গাইড নিয়মাবলী ঃ

১. গাইডের আত্ম মর্যাদা নির্ভরযোগ্য।
২. গাইড বিশ্বস্ত।
৩. গাইডের কর্তব্য নিজে কার্যোপযোগী হওয়া এবং অপরকে সাহায্য করা।
৪. গাইড সকলের বন্ধু এবং গাইড মাত্রই গাইডের ভগ্নী।
৫. গাইড মাত্রই বিনয়ী।
৬. গাইড জীবের বন্ধু।
৭. গাইড আদেশ পালন করে।
৮. গাইড হাসি মুখে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে।
৯. গাইড মিতব্যয়ী।
১০. গাইড কথায়, কাজে ও চিন্তায় সর্বদাই নির্মল।

গাইড টেস্ট কার্ড

গাইডের মূল মন্ত্র
"সদা প্রস্তুত থাকা"

নাম .....

প্রতিষ্ঠান/যুক্ত দলের নাম .....

.....

যোগদানের তারিখ .....

দীক্ষা প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর .....

.....

তারিখ .....

প্রবেশ

১। গাইড প্রতিজ্ঞা
২। নিয়মাবলী
৩। লক্ষ্য
৪। গান/খেলা
৫। ভালো কাজ
৬। সালাম চিহ্ন ও হাত মিলানো

গাইডারের
স্বাক্ষর ও তারিখ

জেলা/ আঞ্চলিক কমিশনার
স্বাক্ষর ও তারিখ

টেন্ডারফুট
প্রবেশের পুণরাবৃত্তি

১। জাতীয় পতাকা।
২। বিশ্ব পতাকা, বিশ্ব ব্যাজ।
৩। টেন্ডারফুট ব্যাজ।
৪। পতাকা উত্তোলন।
৫। পেট্রোল ড্রীল (নুন্যতম ১২ টি ক্লাসের উপস্থিতি)।
৬। বাঁশির সংকেত ও হাতের ইশারা।
৭। পদচিহ্ন অনুসরণ।
৮। গাইড গিরো - হুইপিং, রীফ নট, সীট ব্যন্ড, ক্লোভহিচ, ডাবল ওভার হ্যান্ড এবং ফিসার ম্যানস্ নট্।
৯। পরের উপকার।
১০। যে কোন একজন মহীয়সীর জীবনী।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আটদফা কর্মসূচির অনুশীলনঃ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের একজন গাইড সদস্য গাইডিং- এর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হবে। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল-এর ৪টি নীতি-বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, সেবা ও হাতের কাজের সঙ্গে পরবর্তীতে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের ৮ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে একজন গাইড বিভিন্ন ধাপে গাইডের নৈপুণ্য সূচক ব্যাজ অর্জন করে দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

বুদ্ধি ঃ

১। নিয়ম রক্ষা করা - গাইডিং-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নিয়ম রক্ষা করা।
ক) গাইডের ১০টি নিয়ম অনুশীলন করা।

২। গাইডিং সম্পর্কে ধারণা -

ক) গাইডিং-এর সূত্রপাত ও ইতিহাস।
খ) বাংলাদেশে গাইডং-এর ইতিহাস।
গ) বিশ্ব গাইড প্রধান লেডি ওলেভ ব্যাডেন পাওয়েল-এর জীবনী।
ঘ) আন্তর্জাতিক গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস সম্পর্কে ধারণা।

হলুদ বার

জেলা/ আঞ্চলিক কমিশনার
স্বাক্ষর ও তারিখ

স্বাস্থ্য ঃ

৩। নিজেকে সুস্থ রাখা -

"সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের বাস" প্রবাদ বাক্যটি সকলের জানা।
ক) সুষম খাদ্য বিষয়ক জ্ঞান।
খ) খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালী ও পরিবেশন বিষয়ক জ্ঞান।
গ) নিয়মিত ব্যায়াম-লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল এর ৬টি ব্যায়াম সম্পর্কে ধারণা ।
ঘ) সাঁতার।

জেলা/ আঞ্চলিক কমিশনার
স্বাক্ষর ও তারিখ

ঙ) প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা।
চ) স্তন ক্যান্সার সচেতনতা।
ছ) ডায়াবেটিস সচেতনতা।

৪। বহিরাঙ্গন থেকে আনন্দ লাভ -

গাইড কর্মসূচির অধিকাংশই নিজস্ব এলাকার বাইরে অনুষ্ঠিত হয়।
বিভিন্ন কর্মসূচির মাঝে গাইডরা ক্যাম্পিং, হাইকিং ও ট্র্যাকিং উপভোগ করে ।
ক) হাইকিং সম্পর্কে জ্ঞান।
খ) ট্র্যাকিং চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞান।
গ) হাইককুক।
ঘ) ক্যাম্পে যোগদান।
ঙ) বিভিন্ন পশু,পাখি ও পোকামাকড় সম্পর্কে ধারণা।
চ) বিভিন্ন ফুল, ফল ও পাতা সম্পর্কে ধারণা।

সবুজ বার

সেবা :

৫। আতিথেয়তা -

অপরকে চেনা ও জানা গার্ল গাইডিং-এর একটি মূল উদ্দেশ্য । গার্ল গাইডের সদস্য হয়ে নতুন গাইড সদস্যদের সর্বদাই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে।
ক) পুরাতন গাইড সদস্য দ্বারা নবীন গাইড সদস্যদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো।
খ) মজাদার কর্মসূচি আয়োজন করা।
গ) কোন পরিস্থিতিতে উৎকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করা।
ঘ) সর্বদা নিজেদের প্রস্তুত রাখা।
ঙ) বিদেশী পরিদর্শককে অভ্যর্থনা জানানোর কৌশল।

৬। সেবাপ্রদান -

গার্ল গাইডিং-এর একটি মূল উদ্দেশ্য হলো সেবা। যার অর্থ কোন কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। এর বিনিময় কিছু আশা করা যায় না। সেবা ঘরে বাহিরে সর্বত্রই হতে পারে।
ক) শুশ্রুষাকারী।
খ) সাক্ষরতা বিষয়ক।
গ) শিশুর পরিচর্যা।
ঘ) পরিবেশগত সচেতনতা।
ঙ) দূর্যোগ মোকাবিলা।
চ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ।
ছ) হাসপাতালে সেবা প্রদান।
জ) টীকাদান ও ভিটামিন এ+ ক্যাম্পেইন কর্মসূচী।

লাল বার

জেলা/ আঞ্চলিক কমিশনার
স্বাক্ষর ও তারিখ

পরীক্ষকের
স্বাক্ষর ও তারিখ